দৈনিক সংবাদ

DEC. 23 2001

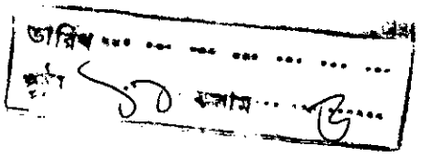

শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট দলীয়করণের নিন্দা, ক্ষোভ

কল্যাণ ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের বাদ দিয়ে মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই দলীয় ব্যক্তিদের দিয়ে শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট কমিটি গঠন করায় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, বাংলাদেশের লাখ লাখ শিক্ষক যারা কোন দল করেন না তাদের ওপর ট্রাস্ট কমিটির মাধ্যমে দলীয় ব্যক্তিদের চাপিয়ে দেয়া শিক্ষক সমাজ মেনে নিতে পারে না। তারা বলেন, কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম বন্ধ করার কোন চক্রান্ত হলে এবং কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হলে ফেডারেশন এ দেশের শিক্ষক-কর্মচারীদের সাথে নিয়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবে।

তারা বলেন, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন মনে করে, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের অন্যতম মূল কারণ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্পৃক্তকরণ। তাই শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন নির্দলীয় পেশাগত অবস্থানে দৃঢ় থেকে শিক্ষাঙ্গনকে দলীয় ব্যক্তিদের প্রভাবমুক্ত রাখতে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন। কল্যাণ ট্রাস্টের মতো কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠানও দলীয়করণ হওয়া যথার্থই দুর্ভাগ্যজনক এবং কোন অবস্থাতেই তা সহজে মেনে নেয়া যায় না।

অধ্যক্ষ একেএম জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ আসাদুল হক, উপাধ্যক্ষ আবদুর রব মিয়া, উপাধ্যক্ষ নুরুন নবী সিদ্দিকী, অধ্যক্ষ বদিউল আলম, উপাধ্যক্ষ আনোয়ারুল করিম, অধ্যাপক নজরুল ইসলাম খান, উপাধ্যক্ষ জানে আলম শিকদার, অধ্যাপক এএইচএম মনিরুজ্জোহা, অধ্যাপক মো. আবদুর রহমান, অধ্যাপক মো. ফরিদ হোসেন, অধ্যক্ষ জহিরুল ইসলাম শিকদার, অধ্যাপক এমএ বারী, অধ্যক্ষ মো. শফিকুল হক, অধ্যাপক নজরুল ইসলাম হাওলাদার, মো. আজিজুর রহমান, খান মোশাররফ হোসেন, মো. আবদুল হাই প্রমুখ নেতা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।